গাংনীতে ঈদ উপলক্ষে মাংস বিক্রির

আজ সকাল থেকেই গাংনীর কাথুলী তে ঈদুল আযহা উপলক্ষে বেড়েছে মাংস বিক্রি।

স্থানীয় ক্রেতারা জানান, করোনার কারনে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরে যেন কোরবানি দেওয়া মানুষের সংখ্যা কম। তাই বেড়েছে মাংস কেনার ধুম।

বিক্রেতারা জানান, মাংস বিক্রির পরিমাণ বেশি হলেও দেরি হচ্ছে না খুব। তারা প্রতি কেজি মাংস বিক্রি করছেন ছাগল ৬৫০, গরু ৪৫০, মহিষ ৪৫০ টাকা হারে।

মাংস বিক্রেতা সাহাব উদ্দীন, সালাম, বদরউদ্দি, মালেক জানান, অন্যান্য বারের চেয়ে মাংসের কেজি প্রতি মুল্য অনেক কম। মাংস বিক্রি করতে পারছি দ্রুত।

তবে রোযার ঈদে যে পরিমাণ গরু মহিষ জোবাই করা হয়েছিল তার তুলনায় অনেক কম। তবে জাক জমকের সাথেই চলছে বেচা কেনা।

ক্রেতা ইন্তাজ আলী জানান, এমন বেচাকেনা জাকজমক দেখে মনে হচ্ছে করোনা যেন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

তিনি আরো জানান, মাংস বিক্রির ধুম বাড়লেও ঈদের নামায দুরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে।

মেপ্র/আরপি

দেশে একদিনে মৃত্যু ৪৮, শনাক্ত

২৬৯৫

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা এবং ১৭ জন ঢাকা বিভাগের ও বাকিরা অন্যান্য বিভাগের।

এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের। একই সময়ে নতুন করে আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

বুলেটিনে জানানো হয়, দেশের গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ১২ হাজার ৬৬৭ জনের এবং আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৯৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১১ লাখ ৬৪ হাজার ১৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলো।

এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন। ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন। সেই সঙ্গে আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৬৮ জন। পাশাপাশি আজ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৯৬০ জন।

বরাবরের মতো করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে সবাইকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

সূত্র- ইত্তেফাক

ঈদের দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কোরবানির ঈদের দিন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলেছে, ঈদের দিন সারা দেশে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা কম। তবে ওই দিন রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, এখন এমনিতেই বর্ষাকাল চলছে। ২৭ জুন থেকে বন্যা শুরু হয়েছে। দেশের ৩১টি জেলা বন্যা আক্রান্ত। একদিকে ভারি বর্ষণ, অন্যদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। অবশ্য ২৭ জুলাই থেকে মৌসুমি বায়ু যতটা সক্রিয়, আগামী শনিবার ঈদের দিন মৌসুমি বায়ু ততটা সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা কম। সে কারণে বৃষ্টি হলেও পরিমাণে কম হবে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, উত্তরের রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাটসহ ওই অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টি তুলনামূলক বেশি হতে পারে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর অঞ্চলেও তুলনামূলক বৃষ্টি বেশি হতে পারে।

অন্যদিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে অন্য বিভাগগুলোতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে, তবে পরিমাণে কম। রোদও থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে ৮৯ মিলিমিটার। ঢাকায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ মিলিমিটার।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম

রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের বিশাল আম বাগানে ১৭ এপ্রিল উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বলে পরবর্তীতে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম সরকারের শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নাম করণ করা হয় নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘মুজিবনগর’। আর মুজিবনগর কে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করে নতুন সরকার। সেই ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সকল দলিল, নথি, প্রকাশনা ও সম্প্রচারে রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মুজিবনগর হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও অপর বহু রাষ্ট্রের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এবং দেশ বিদেশের গণ মাধ্যমে মুজিবনগর কে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম সরকার কে ‘মুজিবনগর সরকার’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা কে মুজিবনগর হিসেবে নাম করণ করে রাজধানী ঘোষণার আগে, বাংলাদেশের প্রথম সরকার অপর কোন শহর, গ্রাম বা স্থানকে কখনোই রাজধানী ঘোষণা করেনি। পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়া কেও নয়।

৩। ২৫ মার্চ রাতে নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর ঘৃণ্য আক্রমণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি উল্লেখ যোগ্য ঘাঁটি ছিল চুয়াডাঙ্গা। আমাদের মনে আছে এত দঞ্চলে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুষ্টিয়াতে এবং সে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রায় তিন সপ্তাহ চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন ও মুক্ত ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নির্দেশনায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গায়। যেমন টি হয়েছিল মেহেরপুর ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অপর কয়েক টি স্থানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

ঈদে ৬ জামাত বায়তুল মোকাররমে

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজের ছয়টি জামাত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এসব জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ।

১ আগস্ট ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। এতে ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মো. মিজানুর রহমান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী কাজী মাসুদুর রহমান।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ঈদের দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী হাবিবুর রহমান মেশকাত।
সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা ইসহাক।

ঈদের নামাজের চতুর্থ জামাত সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম। জাতীয় মসজিদের চিফ খাদেম মো. শহীদুল্লাহ মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন।

পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ১০টায়। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা ওয়ালিয়ূর রহমান খান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুল মান্নান।

ঈদুল আজহার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১১টা ১০

মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক উপ-পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুর রাজ্জাক।

ঈদের জামাতে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে নিজ নিজ জায়নামাজ নিয়ে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মসজিদে এসে নামাজ আদায়ের জন্য বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আমাকে নিষিদ্ধ করার কারণ আমি আজও জানি না: আজহারউদ্দিন

ম্যাচ গড়াপেটার কারণে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজহারউদ্দিনকে আজীবন নির্বাসিত করেছিল বিসিসিআই। কিন্তু আদালেতে এই নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন তিনি। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার কারণে আজহারউদ্দিনকে বিসিসিআই আজীবন নির্বাসনে পাঠায়।

তবে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে আজহারউদ্দিনের বিরুদ্ধে নির্বাসন প্রত্যাহার করার জন্য বোর্ডকে নির্দেশ দেয় ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। ২০১২ সালে আদালত এটিকে ‘অবৈধ’ বলে অভিহিত করে।

ক্রিকেট পাকিস্তান ডটকমের ওয়েবসাইটে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে আজহারউদ্দিনতার জীবনের অন্যতম কঠিনতম সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যা ঘটেছে তার জন্য আমি কাউকে দোষ দিতে চাই না। তবে আমাকে নিষিদ্ধ করার কারণ আমি আজও সত্যিই জানি না৷

সাবেক ভারত অধিনায়ক আরও বলেন, তবে আমি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আমি কৃতজ্ঞ যে ১২ বছর পর আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। তারপর হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। পরে আমি বিসিসিআইয়ের এজিএম-এ যোগ দিয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট বোধ করেছি।

আজহারউদ্দিন ৯৯টি টেস্ট খেলেছেন। ৪৫ গড়ে ৬১২৫ রান করেছেন। তিনি ৩৩৪ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন ৯৩৭৮।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গীতিকার অনুরূপ আইচের স্ত্রীর মৃত্যু

অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার অনুরূপ আইচের স্ত্রী শাহিদা আইচ নূশা শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মারা গেছেন। গত ২৮ জুলাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি আইচ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্বাসকষ্টসহ শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১০-১১ দিন আগে শাহিদা আইচ নূশা ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

ফেসবুকে অনুরূপ আইচ লিখেছেন, আমার লাইফে শান্তি এসেছিল নূশাকে বিয়ের পর থেকে। সেটা যখন আল্লাহ পাক নিয়ে নিল, তাহলে আমি যেভাবে থাকলে মহান মালিক খুশি থাকেন, তাই হোক।

দেশের সংগীতাঙ্গনে অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা অনুরূপ আইচ। এ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন সহস্রাধিক গান। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে শহীদ ও শুভমিতার গাওয়া ‘এক জীবন’, আইয়ুব বাচ্চুর ‘দিল’, হাসানের ‘অযুত লক্ষ নিযুত কোটি’,

মমতাজের ‘পাংখা’, আরফিন রুমীর ‘বল না কোথায় তুমি’, পড়শীর ‘তোমারই পরশ’, বেবি নাজনীনের ‘মরার কোকিল পার্ট-’, বিপ্লবের ‘মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী’, হাবিবের ‘চলতে চলতে দেখা হল’, আরফিন রুমি ও পুজার ‘তুমি আমার জীবনে সবকিছু’ ইত্যাদি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ঈদুল আজহার জামাত নিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ১৩ নির্দেশনা

পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামাত আদায় প্রসঙ্গে ১৩ নির্দেশনা দিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ঈদুল আজহার নামাজের জামাত মসজিদে আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়:

– নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামাত আদায় করা যাবে।
– মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।
– বাসা থেকে অজু করে মসজিদে আসতে হবে এবং অজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে অজুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে।
– মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে।
- মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না।
– ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে অর্থাৎ দুই কাতারের মাঝে এক কাতার খালি রাখতে হবে।
– শিশু, বৃদ্ধ, যে কোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।
– সর্বসাধারণের সুরক্ষার নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ কল্পে মসজিদে জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করতে হবে।
– করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য

খতিব ও ইমামদের অনুরোধ করা হয়।
– খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয় এবং পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
– প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কাতার থেকে ফিরলেন ৪১৬ বাংলাদেশি

কাতারের রাজধানী দোহা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন ৪১৬ বাংলাদেশি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ভ্রমণ করায় কাউকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়নি।

জানা গেছে, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় কাতারে আটকা পড়েছিলেন এ ৪১৬ বাংলাদেশি। দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকায় তারা দেশে ফিরতে পারছিলেন না। উভয় দেশের সরকারের সহযোগিতায় বিমানের চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা বৃহস্পতিবার দেশে ফেরেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাগেরহাটে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

বাগেরহাটের রামপালে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ওরফে মিনা কামাল (৫০) নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোরে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডাইভারসনের ভেকটমারী এলাকায় এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে।

নিহত মোস্তফা কামাল খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার নৈহাটী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান। তার বাড়ি রূপসার নৈহাটির রাগমারা গ্রামে।

অবৈধ মাদক ব্যবসার ঘটনা কেন্দ্র করে র্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছেন বলে রামপাল পুলিশ জানিয়েছে।

রামপাল ওসি মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, ভোরে রামপালের ভেকটমারী এলাকায় র্যাব ৬-এর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

পরে তাকে রামপাল উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। তার শরীরে একাধিক গুলির চিহ্ন রয়েছে।

তবে র্যাবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠনিকভাবে এখনও কোনো তথ্য জানানো হয়নি। সূত্র- যুগান্তর